R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথ ম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ ৩য় সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪১৭। ২রা জুন ২০১০ সাল। | নগদ মূল্য : ২ টাকা বার্ষিক : ১০০ টাকা

অধীর ক্যারিসমাকে নস্যাৎ করে জঙ্গিপুর ও ধুলিয়ান পুরসভা আবার বামফ্রন্টের দখলে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২ জুন পুর ভোটের গণনা পর্ব শেষ হল। এবারে জঙ্গিপুরের ২০টি ওয়ার্ডে ভোট পরে ৮৭.৪৩%। জেলা কংগ্রেস সভাপতির সব প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করে জঙ্গিপুরের ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে সিপিএম একাই দখল করল ১১টি। এছাড়া শরিকদল আরএসপি ১ এবং সিপিআই ১ মোট ১৩। কংগ্রেস পেয়েছে ৬টি এবং ১টি তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে ধুলিয়ান পুরবোর্ডে ১৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে সিপিএম ৮টি, ফঃবঃ ২টি, বাকি কংগ্রেস। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস ১৯টি ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও একটি আসনও পাইনি। সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য এই সাফল্যকে জঙ্গিপুরের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সাফল্য বলে জানান। তিনি বলেন – এখানকার মানুষ সন্ত্রাস, উস্কানি, অপপ্রচারের যোগ্য জবাব দিয়েছেন। আগামীদিনে পুর স্বাচ্ছন্দ্যে আমাদের আরও সজাগ থাকতে হবে। এই সাফল্যের জন্য দলের কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এখানে টাকা-পয়সা-প্রলোভন, বড় বড় নেতাদের প্রতিশ্রুতি কোন কিছুই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। নতুন বোর্ড প্রসঙ্গে মৃগাঙ্কবাবু জানান, আমাদের পুরনো বোর্ডের আয়ু ৯ জুলাই পর্যন্ত আছে। নতুন বোর্ড গঠন হতে জুলাই-এর প্রথম কি দ্বিতীয় সপ্তাহ চলে যাবে। এই ফলাফল প্রসঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অরুণ সরকার জানান – "জেলা হাইকমাণ্ড এব্যাপারে মতামত দেবেন। তবে প্রচুর অর্থ ছড়ানোর ফলে আমরা কূল পেলাম না।" অনেক বিড়ি কোম্পানী "এই ভোটে আপনাদের অর্থ জুগিয়েছেন" প্রশ্ন করলে অরুণবাবু সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। – **জঙ্গিপুরের ওয়ার্ড ভিত্তিক ফলাফল – ওয়ার্ড নং ১** – শেরিনা বেগম (সিপিএম), ৮৯১, মোমেনা বিবি (কং) ৬৩৬, নাসরাত বেগম (তৃণমূল) ২১৬। **ওয়ার্ড নং ২** – মোজাহারুল ইসলাম (সিপিএম) ১০৫২, মহঃ ইব্রাহিম সেখ (কং) ৬৭৭, সেখ কারেজ (তৃণমূল) ৩৩। **ওয়ার্ড নং ৩** – আব্দুস সাত্তার (সিপিএম) ৯১২, আলিমুদ্দিন সেখ (কং) ৮৭০, সেখ সালাউদ্দিন (তৃণমূল) ৩২। **ওয়ার্ড - নং ৪** সাবিনা ইয়াসমিন (সিপিএম) ৮৬৬, সীমা বিবি (কংগ্রেস) ৬৪৩, সুফিয়া বেগম (তৃণমূল) ১৯। **ওয়ার্ড নং ৫** স্নেহাশিস ধর (আর.এস.পি) ৭৫৩, সঞ্জীব মণ্ডল (কংগ্রেস) ৭৯৬, আমিরুল ইসলাম (তৃণমূল) ৩৯। **ওয়ার্ড নং** আব্দুল গাফ্ফার (সিপিএম সমর্থিত নির্দল) ৯৯০, মোস্তাক হোসেন (কংগ্রেস) ৯৮৬ , সেখ মোহ নিজামুদ্দিন (তৃণমূল) ২৩। **ওয়ার্ড নং ৭** সুবর্ণা মণ্ডল (সিপিএম) ৯০২, পারভিন বিবি (কংগ্রেস) ১০৬২। তারিফান বিবি (তৃণমূল ৪১)। **ওয়ার্ড নং ৮** হুমায়ুন সেখ (সিপিএম) ১৪৭৫, সেখ সামায়ন (কংগ্রেস) ১০৪৭। **ওয়ার্ড নং ৯** শৈলন মুখার্জী (সিপিএম) ৯৭০, শান্তা সিংহ (কংগ্রেস) ১২০৮, রাজকুমার দত্ত (তৃণমূল) ৭২। **ওয়ার্ড নং ১০** ওজেদা বিবি (আর.এস.পি) ৯৮৩, শোভা মুন্দ্রা (কং) ৯৫০, চাম্পা বিবি (তৃণমূল) ৪০। **ওয়ার্ড নং ১১** জহিদুল রহমান (সিপিএম) ১১৫৩, চাঁদ মির্যা (কংগ্রেস) ১১১৬। **ওয়ার্ড নং ১২** মৃগাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য্য (সিপিএম) ১২৪২, (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুরভোট একরকম শান্তিতেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৩০ মে জঙ্গিপুর পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের ভোট ছোটখাটো ঘটনা চাড়া নির্বিঘ্নেই শেষ হয়। জঙ্গিপুর পারে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মির্দ্ধাপাড়ায় লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা হাতাহাতিতে চলে আসে। পুলিশী হস্তক্ষেপে কোন বাড়াবাড়ি হয়নি। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাইমাদ্রাসা বুথে জনতার ভিড় সামলাতে পুলিশকে লাঠি চার্জ করতে হয়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

এডস্ আক্রান্ত প্রসবিনীর ক্ষেত্রে কোন সতর্কীকরণ নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : এইচ, আই.ভি. পজিটিভ ব্লাড গ্রুপের একজন গর্ভবতী মহিলা ১৯ মে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি হন। ঐ দিন রাতে তার প্রসব হয়। কিন্তু একজন এডস্ আক্রান্ত মহিলার ক্ষেত্রে যে সব সতর্কীকরণ মানা দরকার ছিল তার কোনটিই নাকি এখানে পালন করা হয়নি। অথচ বহরমপুর সি.এম.ও.এইচ দপ্তর থেকে এই গর্ভবতী এবং তার স্বামী সম্পর্কে জঙ্গিপুর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

মাটি মাফিয়াদের দাপটে বন্যা নিয়ন্ত্রণে দেয়া মাটির বাঁধ বিপন্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের দ্বীপচর এলাকার গঙ্গানদীর পলিমাটি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে দেয়া মাটির বাঁধ বিপন্ন করে মাঠি মাফিয়ারা প্রকাশ্যে মাটি কেটে নিচ্ছে নিয়মিত। শুধু তাই নয়, ঐ সব ট্রাক্টর ভর্তি মাটি জমির ফসলের ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়ায় চাষীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কোন কোন চাষী এর প্রতিবাদ করলে মাটি মাফিয়ারা তাদেরই প্রাণনাশের হুমকী দেখাচ্ছে। এর প্রতিকারে দ্বীপচর (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪১৭

বিদ্রোহী কবি স্মরণে

বাংলার প্রাণের কবি, চির তারুণ্যের উদ্গাতা, সামাজিক অন্যায়-অবিচার কুসংস্কারে বিদ্রোহী যোদ্ধা, কোমল প্রেমের পসারী ও সাধকোত্তম ভক্তহৃদয়ের কবি কাজী নজরুল ইসলামের গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ জন্মদিন পালিত হইল। কঠোরে-কোমলে নানা বৈপরীত্যের এই 'বিস্ময়'-কে আমরা অন্তরের প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

কেহই ভাবিতে পারেন নাই যে, পরাধীন ভারতবর্ষের গ্রামবাংলার একটি অতি সাধারণ ঘরের সন্তান, যাঁহাকে দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করিতে রুটির দোকানে ময়দা ঠাসিবার কাজ লইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়, যিনি অভাবের তাড়ণায় একাধিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, যিনি দশম শ্রেণীতে পাঠকালে যুদ্ধে যোগদান করেন, সেই নজরুল উত্তরকালে বাংলার সাহিত্য অঙ্গনে ধূমকেতুর মত কবি হিসাবে আবির্ভুত হইলেন। রবীন্দ্র প্রতিভার প্রাখর্যের মধ্যে নজরুলের কবি প্রতিভাতিমিত হয় নাই। 'বলবীর / চির উন্নত মম শির।' – আত্মমর্যাদাবোধের এই যে কবির উদাত্ত আহ্বান, তাহা তখনকার দিনের যুবসমাজকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। নৈরাশ্যপূর্ণ যুবমন যেন এক প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস লাভ করিল কবির বাণীতে – 'তোমাতে জাগেন যে মহামানব, তাঁহারে জাগায়ে তোলো।' .... 'তুমি অমৃতের পুত্র অজেয়, নিজে ভগবান কহে' .... তুমি হতে পার কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামানুজ, শঙ্কর / প্রতাপাদিত্য, শিবাজী, সিরাজ, রাণাপ্রতাপ, আকবর।' তাঁহার লেখনী অবিশ্রান্তভাবে সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। আবার তাহা চির তারুণ্যের জয়গানে মুখর হইয়া উঠিল। অপরপক্ষে প্রেমের কোমলতা ও রোমন্টিকতায় পরিপূর্ণ তাঁহার কবিমন অজস্র গানের মধ্য দিয়া বাংলা সাহিত্যের সঙ্গীত ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন সাহিত্যাকাশে প্রখর দীপ্তি ছড়াইতেছিল, তখন দুখু মিয়া (কবি নজরুলের ডাক নাম) আপন কাব্যিক বৈশিষ্ট্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইসলাম ধর্মের মর্মবাণী তাঁহার লেখায় যেমন প্রকাশিত, তেমনই হিন্দুধর্মের মধ্যেও তাঁহার বিচরণ এক বিস্ময়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল রসনা / রাধা রাধা বল', 'ওরে নীল যমুনার জল, / বল না আমায় বল, / কোথায় ঘনশ্যাম' প্রভৃতি সঙ্গীত পরম বৈষ্ণব সাধকের পদ। আবার বল রে জবা বল, / কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল।' মহাকালের কোলে বসে / গৌরী হল মহাকালী' প্রভৃতি বিশিষ্ট শক্তি সাধকের সাধনগীতি নরনারীর হৃদয়ের যে প্রেমাবেগ, নজরুলের গানে তাহার অজস্র প্রকাশ তাঁহার ঠুংরি ও গজল ঠাটের প্রেমবিষয়ক রাগাশ্রয়ী গানগুলি বিস্মৃত হইবার নয়। এই কারণে 'নজরুল গীতি' বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির বিশিষ্ট সম্পদ।

কবি নজরুল 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)-কে অগ্রজতুল্য বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং 'দাদা' সম্বোধন করিতেন।

একসময় অন্নদাশঙ্কর রায় লিখিয়া ছিলেন – বাংলা ভাগ হইলেও ভাগ হয়নিকো নজরুল। নজরুল আজিও উভয়বঙ্গের, উভয় সম্প্রদায়ের একান্ত আপনজন, প্রাণের মানুষ। সম্প্রীতির যোগসূত্র। তিনি ছিলেন ভাগাভাগির অনেক উর্দ্ধে। চুরুলিয়া তাঁহার জন্মভূমি, বাংলার সকল মানুষের তীর্থক্ষেত্র।

একের মধ্যে একাকার

আবদুর রাকিব

'ছয়ে ঋতু' – সুর করে নামতা বলার সময় কখনও মনে হয়নি যে, আসলে আমাদের, অর্থাৎ বাঙালীদের একটিই ঋতু – গ্রীষ্ম। বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠ – এ নিয়ে গ্রীষ্মকাল। রুক্ষ, তপ্ত, বিবর্ণ, ভয়াল, ভ্রূকটিকুটিল এ ঋতুটি কিন্তু আমাদের রস-টইটম্বুর দুটি অমৃতফল দান করেছে। দু মাসে দুটি। বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ। আর জ্যৈষ্ঠে নজরুল। রবীন্দ্রনাথ এসেছেন ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮। নজরুল ১১' জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬। দুটি ফলে বড় ঋতুর সমূহ ব্যঞ্জনা। একের মধ্যে একাকার।

বাঙালী পেয়েছে দুটি সারস্বত দিন – পঁচিশে বৈশাখ আর এগারোই জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্র-জয়ন্তী আর নজরুল জয়ন্তী। এ দুটিকে বাদ দিলে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের পটচিত্র কেমন দাঁড়ায়, এক এক সময় ভাবতে গিয়েও থেমে যাই। কেননা, ছবিটা স্পষ্ট হওয়ার আগেই স্নায়ুকোষে পীড়ার সংক্রমণ শুরু হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্য-আকাশের খ-বিন্দুতে। আর আটত্রিশ বছরের (৩য় পাতায়)

পুত্রী পিতাকে

– চিত্ত মুখোপাধ্যায়

পরম পূজনীয় বাপি –

তুমি সত্যি পাগলই বটে। বিদেশী কায়দায় ডিয়ার ফাদার না লিখে ছোট বেলায় তোমার যেভাবে চিঠি লেখা শিখিয়েছিলে তাই দিয়েই শুরু করেছি। আগেই সুখবরটা দিয়ে রাখি। তোমার জামাই সিটিজেনশিপের দরখাস্ত ফিরিয়ে নিয়েছে। ওরা সব বলাবলি করছিলো, পাশ্চাত্যের যে 'বিগ এইট' বলে পরিচিত যুদ্ধবাজ ধনি এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো আছে, তারা নাকি আশঙ্কিত যে, আমরা অর্থাৎ কালো চামড়ার দেশের লোকেরা ওদের দেশে দিন দিন নাকি থাবা বসাচ্ছি। তাই অষ্ট্রেলিয়াতেও দারুণ কড়াকাড়ি ভিসা নিয়ে। তাছাড়া জঙ্গিরাও কোথায় যে কি করে বসে তার ঠিক নেই। তার উপর বিষফোঁড়া হয়েছে বর্ণবিদ্বেষ। এদের তো সকলের উপরই সন্দেহ আর ঘৃণা। আমরা নাকি ওদের পায়ের নখেরও যোগ্য নই। এসব নানা কারণে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে মুকুন্দপুরের ও দিকটায় না হয় বেহালায় ফ্ল্যাট কিনবো ঠিক করেছি, ছেলেমেয়েদের ২/৫ বছর পড়িয়ে নিই।

বাপি, এখন তো মে মাস। ওখানে তো দেখছি রবীন্দ্রনাথের ১৫০তম জন্মদিন খুব ঢাক পিটিয়ে অনেকেই পালন করছে। আমরা এখানেও একটা ছোট পোগ্রাম করলাম। কত মহাপুরুষ, সাধু-সন্ন্যাসী, রাষ্ট্র নেতার কথা শুনেছি, স্বাধীনতার আন্দোলন, নেতাজী, খুদিরাম। তোমার কাছে সে সব শুনতে শুনতে হাত (৩য় পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

সাধারণ মানুষের কথাও ভাবুন

সম্প্রতি জঙ্গিপুর মহকুমার নানাবিধ সরকারী কার্য্যালয় স্থান পরিবর্তন করে মহকুমা শাসকের দপ্তর চত্বরে স্থানান্তরিত হয়েছে। আগামী দিনে আরও কিছু কার্য্যালয়ের নিজস্ব ভবন উক্ত এলাকায় নির্মিত হবে বলে প্রস্তাব আছে। উদ্দেশ্য – একই আঙ্গিনায় সরকারী দপ্তরগুলোকে একত্রিত করা যাতে সাধারণ মানুষ একই সঙ্গে সরকারী অফিসের কাজগুলো সহজেই করতে পারেন। কিন্তু অফিসের কাজে আসা বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষ, যেমন বিচারপ্রার্থী, ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্যে আসা রায়ত, চাকুরীর উদ্দেশ্যে আসা বেকার যুবক-যুবতী, নির্বাচনের প্রয়োজনে আসা মানুষ, পেনশন সংক্রান্ত বিষয়ে আসা বড়িষ্ঠ নাগরিক তাঁদের কাজ সম্পন্ন করার জন্য অপেক্ষা করার কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই। তৃষ্ণা মিটাতে তাঁদের চায়ের দোকানের উপর নির্ভর করতে হয়। টয়লেটের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই তারা যত্রযত্র প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেন। গুটিকয় চায়ের দোকান থাকলেও কোন হোটেল বা রেস্তোরাঁ নেই-যাতে দূর থেকে আগত মানুষ সুবিধামত মধ্যাহ্ন ভোজন সম্পন্ন করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আমার মত, চৌহদ্দির মধ্যে যে সব বিশাল বৃক্ষগুলি রয়েছে তার ছায়ায় সময় কাটানোর জন্য বেঞ্চি তৈরী করা যেতে পারে। পানীয় জলের একটা ট্যাঙ্ক করা যেতে পারে আর "ইউজ এ্যাণ্ড পে" টয়লেট এর ব্যবস্থা করলে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে যেমন রক্ষা পাওয়া যাবে তেমনি বিশেষ করে মহিলাদের অনেক উপকার হয়। এলাকার মধ্যে একটা হোটেল বা রেস্তোরাঁ খোলা যেতে পারে, যেখানে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি যে সমস্ত কর্মচারী দূর থেকে আসেন তাঁদেরও মধ্যাহ্ন ভোজনের সুবিধা হয়।

বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখার জন্য মাননীয় মহকুমা শাসক, জঙ্গিপুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দেবব্রত সেন, রঘুনাথগঞ্জ

সর্বশিক্ষা মিশনের টাকা নিয়ে লুটমার প্রসঙ্গে

গত ৫মে '১০ জঙ্গিপুর সংবাদ এ 'সর্বশিক্ষা মিশনের টাকা নিয়ে লুটমার চলছেই' সংবাদের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কন্ট্রাকটর উত্তমকুমার ঘোষ নির্দিষ্ট প্রতিবাদ না করে সংবাদদাতা অনুমানে জনৈক ব্যক্তিকে নিয়ে দু'পাতার কুৎসা লিখে পত্রিকা দপ্তরে পাঠিয়েছেন। তাই ওটা প্রকাশ করা গেল না। সম্পাদক-জঙ্গিপুর সংবাদ

নজরুল জয়ন্তী উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে অধ্যক্ষ অর্দ্ধেন্দু দাস ও ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশিত এক মনোরম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হলো গত ২৬ মে স্থানীয় রবীন্দ্রভবন মঞ্চে, সঙ্গীত-নৃত্যের অঞ্জলিতে নজরুল জয়ন্তী উৎসব এবং মহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মধ্যে। খোকা গেছে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে', 'হাটটিমা টিম্ টিম্, তাদের মাথায় দুটো শিং' প্রচলিত ছড়ার ক্ষুদে শিল্পীদের গান আর নাচের মিলিত আঙ্গিকের উপস্থাপনা মনে রাখার মত। ভালো লাগে 'শুকনো পাতার নুপূর পায়ে,' 'হলুদ গাঁছার ফুল', 'মোমের পুতুল মোমের দেশে" নৃত্য-গীতি। সঞ্চালনায় বীথিকা মণ্ডল সময়োপযোগী।

পুত্রী পিতাকে

(২য় পাতা পর)

পা নিসপিস করতো ইংরেজ মারার জন্যে। আর আজ, গোটা দেশ টাকা আর অস্ত্র পাবার জন্যে ওদের তেল মাখাচ্ছে। মনে হয়, কোন মহাপুরুষের দেখা তো পেলাম না, শুধু রবি ঠাকুরকে যদি দেখতে পেতাম। যার গানে আমরা দুঃখ জয়ের প্রেরণা পাই, সুখে সম্পদেও ভগবানকে ভুলিনা, প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিখি, বাঁচার রসদ পাই। কাঁদি, হাসি, স্বপ্ন দেখি, ব্যর্থতার জ্বালায় যখন জ্বলে যাই তখন সঞ্চয়িতার সেই সোনার তরী, না হয় বলাকা, না হয় মানসী আমার মায়ের মতো হাত দুটো ধরে তুলে দেয়, চোখের জল মুছিয়ে দেয়, দুর্ভাগ্যকে জয় করার অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে। ভাগ্যবানেরা ঐ উপনিষদের ঋষিকে দেখেছিল।

যাক, তুমি মায়ের উপর বেশ রেগে আছো। কেন ? নীরবতা তো বরাবরই তুমি পছন্দ করতে। মা সেরকম সঙ্গ দিতে না পারলেও তোমার চিন্তা কতখানি করে আমরা জানি, তুমি কাছে থেকেও জানতে পারোনা। দীনুকাকা কটায় কি খাবার দেয় সব মায়ের হুকুমে। বাপি, যারা খুব নরম মনের আর অতিরিক্ত সেন্টিমেন্টাল তারা অকারণে চারদিকে দেওয়াল তুলে দেয়, কল্পনার জালে জড়িয়ে নেয় নিজেকে। এতে দুঃখ বাড়বে অন্যের কিছু হবে না। তুমি ১০০% সেই দিক থেকে বাঙালী। কোন্ দেশে ওসব কম আছে তা জানিনা তবে এটা জানি, ঐ সেন্টিমেন্ট আমাদের মজ্জায় মজ্জায় আছে বলেই অন্যদেশে নিউটন, সেক্সপীয়ার, শেলি, কিট্‌স্, জন্মেছেন একটাও রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বুদ্ধ চৈতন্য জন্মায়নি – জন্মাবেনা। তবে ভারত বাদে অন্যরা আগে নিজের দেশকে ভালোবাসে বাবা। সরকারী কাজে ফাঁকি আর প্রাইভেট সেক্টারে ব্যাপক শ্রম – এরা ও অঙ্ক শেখেনি। এদের রাজমিস্ত্রিরও ৩/৪ টা দামী গাড়ি, কিন্তু কাজের সময় পাহাড়া দেবার দরকার হয় না। এরা ইউনিয়নবাজী কেবল ভোটে জেতার জন্যে করে না। যানবাহনে ন্যায্য ভাড়া দিয়ে যায়। জাতীয় সম্পদ নষ্ট করে না। যদি কেউ করে সে যতবড় নেতা, খেলোয়াড়, নায়ক, গায়ক যাই হোক – পুলিশ নির্ভয়ে তাকে কলার ধরে হাজতে পুরে দেয়। কেউ ছাড়ানোর জন্যে ফোনও করে না। রাস্তা অবরোধের মতো অসভ্যতামীও করেনা। খবরের কাগজগুলো আমাদের দেশের মতো এক একটা দলের এঁটো প্রসাদ পাবার জন্যে এক একটা পোষাক পরে নেই। যা সত্যি তাই লেখে। ঠিক খবরটা ছাপায়, খবর বানায় না। কোন পুলিশ, বা সরকারী কর্মচারী ঘুষ নেয় না। ব্যতিক্রম খুব কম। এঁরা এই গুণের জন্যেই কত দ্রুত উন্নতি করছে। শুধু ভোগবাদের জগৎবেড় জালটা এদের বন্দী করে রখেছে। এটা যদি একজন বুদ্ধ বা শঙ্কর বা বিবেকানন্দ এদের ঘরে জন্মে বুঝিয়ে দিতো তাহলে আর দেখতে হতো না। এতেই তো এসব দেশের কত নারী পুরুষ ইণ্ডিয়ায় চলে যাচ্ছে সুখ বৈভব ছেড়ে দিয়ে। হরিনামের মালা জপছে মায়াপুরে বা উত্তর ভারতের তীর্থগুলোয়। এটা কম কথা ? ভারতের মতো এসব দেশে হয়ত সংযম নাই বরং চরম উচ্ছৃঙ্খলতা আছে, কিন্তু এরা প্রায় সবাই এত দেশভক্ত যে আমাদের দেশের মতো আলাদা করে কিছু লোককে ভারতরত্ন, পদ্মশ্রী, পদ্মভুষণ দেবার দরকার হয় না। দাদা তোমার ঘরে না গেলেও তোমার কাছেই তো আছে। ও তো ছোট থেকেই ও রকম লাজুক ধরণের। মনে নেই, তোমার পিঠে চেপে ঘোড়া ঘোড়া খেলছিলাম বলে দাদা আমাকে মেরেছিল একদিন। যতবার ফোন করি, তোমার খুঁটিনাটি তো দাদাই বেশী বলে। দুঃখ যাতনা সইতে তুমি না সীতা, দ্রৌপদীর কথা বলতে ! তোমার ভেঙে পড়া মানায় না বাপি। কোনও মন খারাপের ব্যাপার নেই। আমরাও শিগ্রি দেশে ফিরছি। সামান্য অপেক্ষা। জমিয়ে আড্ডা হবে, গান হবে, আবৃত্তি হবে। আমাদের প্রণাম নিও চিঠি দাও দিও।

ইতি,
তোমার দিয়া মা

একের মধ্যে একাকার

(২য় পাতা পর)

ছোট নজরুল মিটমিটে আলোর এক তারা। তারা সূর্যকে প্রণাম করে তাকে গুরু বলে বরণ করল। আর গুরু নিন্দা সইতে না পেরে শিয়াড়সোল রাজ হাই স্কুলের ছাত্র-শিষ্য এক বন্ধুর মাথা ফাটিয়ে দিল। পরবর্তীকালে ঐ বন্ধুটি কপালের ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে সগর্বে বলেছিল, 'তোমার হাতের আঘাত আজ আমার কপালের জয়টিকা।'

সূর্যের ছটায় দিনের বেলা তারা দেখা যায় না। কিন্তু নজরুলকে দেখা গেল – প্রদীপ্ত, প্রাণবন্ত। রবীন্দ্রপ্রভাবে প্রভাবিত হয়েও নজরুল, বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, 'রাবীন্দ্রিক বন্ধন ছিঁড়ে বেরোলেন। ..... কোনোরকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি না নিয়েও শুধু আপন স্বভাবের জোরে পালাতে পারলেন তিনি, বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত আনতে পারলেন।' (রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক) সাহিত্যচর্চা)।

আর রবীন্দ্রনাথও তা বুঝলেন। 'বসন্ত' নাটিকা উৎসর্গ করে অবুঝ সবুজ নবীনকে বরণ করলেন (১৯২৩)। আত্মীয়-বলয়ের বাইরে অনাত্মীয় এক তরুণ-প্রতিভাকে সেই প্রথম কবি-স্বীকৃতি। এক ইতিহাস। রবীন্দ্রবৃত্তের অনেকেই সেটি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেননি। ব্যাঙ্গত্মক ছড়া চালু হয়ে গেল। 'বসন্ত দিন রবি / তাই হয়েছ কবি।' কিন্তু কবিগুরু কী বললেন ? বললেন, 'যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে তা শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য'। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি এ-ও বলেন, 'সৈনিক অনেক মিলবে, কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা জোগাবার কবিও তো চাই।' (কবি-স্বীকৃতি। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়) অনশনরত শিষ্যকে অনশন ভাঙার অনুরোধ প্রথমত করতে চাননি কবিগুরু। কেননা এ অনশনের মধ্যে তিনি নজরুলের আদর্শ প্রত্যক্ষ করেন। বলেন, 'আদর্শবাদীকে আদর্শ ত্যাগ করতে বলা তাকে হত্যা করারই সামিল।' (দৈনিক বসুমতী, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮) কিন্তু পরে তাঁর মনে হয়, সাহিত্যের জন্য এ আদর্শকেও জলাঞ্জলি দেওয়া দরকার। তাই শিলং থেকে অনশন প্রত্যাহারের যে টেলিগ্রাম পাঠান, তার মর্মই ছিল সাহিত্য। 'Give up hunger strike, our literature claims you.'

মাঝখানে গুরু-শিষ্যের শ্রদ্ধা-প্রীতির সম্পর্কের ওপর স্বল্পস্থায়ী মেঘচ্ছায়ার সঞ্চার হয়। শিষ্যের লেখালেখির ওপর গুরু কিছু কটাক্ষ করেন। আহত শিষ্যও কটাক্ষভেদী বাণ নিক্ষেপ করেন। পরে প্রমথ চৌধুরীর মধ্যস্থতায় এ ভূল বুঝাবুঝির পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই সংক্ষিপ্ত সময়ের ক্ষোভ ছাড়া কবিগুরুর প্রতি নজরুলের শ্রদ্ধাবোধ কোন দিন ম্লান হয়নি। চিঠিপত্র বা ভাষণের কথা বাদ দিলেও, কবিগুরুর উদ্দেশ্যে নজরুল লেখেন অন্তত ছ'টি কবিতা আর দুটি গান। যেমন, 'কিশোর রবি,' 'অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি' (নতুন চাঁদ), 'রবির জন্মতিথি' (শেষ সওগাত), 'তীর্থ পথিক,' 'রবিহারা' (নজরুল রচনা সম্ভার) ও 'সালাম অস্তরবি' (মোহাম্মদী)। গান দুটি মুদ্রিত হয়েছে বুলবুল ২য় খণ্ড ও নজরুল গীতির ৪র্থ খণ্ডে। 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে আর তারে জাগাইও না' – গানখানি কয়েকজন গায়কের সঙ্গে নজরুল কোরাসে রেকর্ডে গেয়েছিলেন। সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির এই দুই দিগন্তের মধ্যে বাঙালী জীবনের 'সঞ্চয়িতা' ও 'সঞ্চিতা'। এদেশে সম্প্রীতির মিলনসেতু নির্মাণের ভার তাই তুলে নিতে হবে বাঙালীকেই। যেন এ বিধিপ্রদত্ত দায়বদ্ধতা।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
তাই জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণের বিয়ের কার্ড
পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।
নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

বামফ্রন্টের দখলে

(১ম পাতার পর)

বলরাম দাস (কংগ্রেস) ৪৭৭, সত্যনারায়ণ সূত্রধর (তৃণমূল) ৩৮। **ওয়ার্ড নং ১৩** অপর্ণা হালদার (সিপিএম) ৯৭৪, ফরিদা ইয়াসমিন (কং) ৯১৮, ডলি হালদার (তৃণমূল) ১৪৯। ওয়ার্ড নং ১৪ সব্যসাচী দাস (সিপিএম) ৭৭৯ বিকাশ নন্দ (কং) ১০৮২, সমীর চ্যাটার্জী (তৃণমূল) ৩৪। তীরা সরকার (সিপিএম) ১১০৩, পম্পা দাস (কং) ৮৪২, অনিমা দাস (তৃণমূল) ৫৩। ওয়ার্ড নং ১৬ অশোক সাহা (সিপিআই) ৮৪৭, দিলীপকুমার সিংহ (কং) ৩৯৫, গৌতম রুদ্র (তৃণমূল) ৫৮৪। ওয়ার্ড নং ১৭ জুঁই সরকার (ফঃবঃ) ৫৭০, ইন্দ্রাণীনাথ (কং) ৩৭৭, মণীষা রুদ্র (তৃণমূল) ৮৬১। কাকলি শীল (বিজেপি) ৫৫। ওয়ার্ড নং ১৮ অখিলবন্ধু বড়াল (সিপিএম) ১০৪০, সমীর কুমার পণ্ডিত (কং) ১২৯৪, দেবীরতন চক্রবর্তী (তৃণমূল) ৩৯। ওয়ার্ড নং ১৯ শত্রুঘ্ন সরকার (সিপিএম) ৯১৪, বাসুদেব হালদার (কং) ৬১২, কার্ত্তিক হালদার (এস.ইউ.সি.আই.) ৪৪৮। মিরাজ সেখ (আর.এস.পি.) ৮৪০, মফিজুল ইসলাম (কং) ১০৩৫, মোজাম্মেল হোসেন (তৃণমূল) ১৯৭।

ভাগীরথীর তীরে রবিবরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৬ মে সন্ধ্যায় রঘুনাথগঞ্জের প্রতিশ্রুতি আবৃত্তি অনুশীলন কেন্দ্র সদরঘাটে ভাগীরথীর তীরে খোলামেলা হাওয়ায় রবিঠাকুরের সার্ধশতজন্মবর্ষ উৎসব পালন করে। যে সব অগণিত মানুষ যেখানে সান্ধ্য প্রকৃতির অবসর সুখ উপভোগ করেন তারা প্রতিশ্রুতির এই রবিবরণ উৎসব দারুণভাবে উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানে ছোট ছোট শিশুদের আবৃত্তি, নৃত্য, নাটক পরিবেশন সমস্ত অঞ্চলটাকে যেন এক অভূতপূর্ব রাবিন্দ্রিক পরিবেশের সৃষ্টি করে। বহু শ্রোতা এরকম অনুষ্ঠান আগামীতে আবার করার আবেদন রেখেছেন।

এডস্ আক্রান্ত প্রসবিনীর ক্ষেত্রে

(১ম পাতার পর)

সতর্কীকরণ করা হয়েছিল বলে খবর। ঘটনার দিন দায়িত্বপ্রাপ্ত সিষ্টার লাকি খাতুন সব কিছু জেনেও সরস্বতী সুইপারকে দিয়ে ঐ গর্ভবতীর প্রসব করান। শুধু তাই নয় লেবার রুমের বেড বা আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি বিশেষভাবে জীবাণুযুক্ত করা হয়নি বলে অভিযোগ। নবাগত সুপার এ ব্যাপারে কোন খবর রাখেন কি ?

বিধর্মীদের আক্রমণে হিন্দু গ্রাম রক্তাক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা থানার রঘুনাথপুর, নয়নসুখ, যাফরগঞ্জ, শ্রীরামপুর গ্রামের প্রায় দু'কিলোমিটার এলাকার জনবসতি সংখ্যালঘুদের আক্রমণে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত ১ জুন রাতে দুষ্কৃতীরা কয়েক ঘন্টা ধরে বোমা ফাটিয়ে ঐসব গ্রামের হালদার ও চাঁই সম্প্রদায়ের লোকজনদের গ্রাম ছাড়া করে। পরে তাদের ফাঁকা বাড়িতে লুঠতরাজ চালায় এবং প্রায় বাড়ি ভাঙচুর করে। কয়েকজন আহত গ্রামবাসীকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। ফরাক্কা থানার পুলিশ খবর পেয়েও ঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে আসেনি বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ। ওখানকার নেতারাও চুপচাপ থাকেন। পরে এস.পি-র নির্দেশে ওখানে পুলিশ ক্যাম্প বসেছে ও শান্তি বজায় রাখতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি। এলাকার মানুষ রীতিমত আতঙ্কিত।

পুরভোট একরকম শান্তিতেই

(১ম পাতার পর)

ঐ ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী মুস্তাক সেখের গায়ে লাঠির ঘা পড়ে। এই নিয়ে উত্তেজনা দেখা দিলেও তার রেশ বেশীক্ষণ ছিল না। ৪ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে বুথ জ্যামের খবর পেয়ে পুলিশ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামলায়।

মাটি মাফিয়াদের দাপটে বন্যা নিয়ন্ত্রণে

(১ম পাতার পর)

এলাকার ২২ জনগ্রামবাসীর স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্র জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, বি.এল. এণ্ড এল.আরও রঘুঃ -১, পুলিশের সার্কেল ইন্সপেক্টরকে দেওয়া সত্ত্বেও এর কোন প্রতিবিধান হয়নি। এলাকাকে বিপন্ন করে মাটি কাটা চলছেই।

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদে জেলা অনগ্রসর কল্যাণ বিভাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত তপঃজাতি ও আদিবাসি কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ ও তপঃজাতি ও আদিবাসি কেন্দ্রীয় ছাত্রীনিবাস, বিমল সিনহা রোড, বহরমপুর এ অবস্থিত ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস ও ভর্ত্তির জন্য তপঃজাতি ও আদিবাসী ছাত্র ও ছাত্রীদের (পোষ্ট ম্যাট্রিক স্টেজ) নিকট হইতে ২০১০ – ২০১১ শিক্ষাবর্ষের জন্য আবেদন পত্র আহ্বান করা হইতেছে।

আবেদনকারীকে ফর্মে বর্ণিত তথ্যাদি সহ পুরণ করা ফর্ম বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে ৩০/০৭/২০১০ পর্যন্ত প্রশাসনিক ভবনের ৩১৩ নং ঘরে রক্ষিত বাক্সে ফেলিতে হইবে।

পঃবঃ সরকার কর্ত্তৃক নির্ধারিত তপঃজাতি ও আদিবাসীদের হোস্টেলে থাকার সুযোগ সুবিধা ও নিয়ম কানুন প্রযোজ্য হইবে। নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম পরে আফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙানো হইবে। ভুল অথবা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল হইবে। (১) ভর্ত্তির রশিদ (২) জাতি/উপজাতি শংসাপত্র (৩) আয় এর শংসাপত্র দেখাইয়া সংশ্লিষ্ট হোষ্টেল হইতে ভর্ত্তির ফর্ম সংগ্রহ করিতে হইবে।

প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা
মঙ্গল আধিকারিকের করণ,
অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

স্মারক সংখ্যা - ৫৫৬(২২) তথ্য। মুর্শি তারিখ-২৬/০৫/২০১০

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা
❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
শ্রীমতী দেবযানী
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী, শ্রীরাজেন মিশ্র
স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

NATIONAL AWARD WINNER 2008
Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000
ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাস্তিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।